৪১তম বিশ্ব যুব দিবস ২০২৬-২০২৭ (সিউল) উপলক্ষে পুণ্য পিতা পোপ চতুর্দশ লিওর বাণী

"সাহস রাখো: আমি জগৎকে জয় করেছি!" (যোহন ১৬:৩৩)

প্রিয় যুব বন্ধুরা,

এই বাণীর মাধ্যমে আমি তোমাদের প্রত্যেকের কাছে পৌঁছাতে চাই এবং সর্বোপরি, মণ্ডলী ও সমাজের প্রতি তোমরা যে ঈশ্বরের এক অমূল্য দান, সেজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। তিনি তোমাদের জানেন, ভালোবাসেন এবং জীবনের পথচলায় তোমাদের সঙ্গী হয়ে থাকেন। তোমরা যতই ভিন্ন হও এবং পৃথিবীর যেখানেই ছড়িয়ে থাকো না কেন, তাঁর পবিত্র আত্মা তোমাদের সকলের মাঝে মহান ও চিরস্থায়ী কিছুর প্রতি একই আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলেন এবং সত্য ও মুক্তির সন্ধানে তোমাদের পরিচালিত করেন। ভালোবাসার এবং ভালোবাসা পাওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা তোমাদের মাঝে রয়েছে, তা ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে; সেই সাথে আসে পবিত্র আত্মার দ্বারা তোমাদের হৃদয়ে জাগ্রত হওয়া সেই আশা; যা অন্যদের জন্যও আলোকবর্তিকা হয়ে উঠতে পারে। এই সবকিছুর জন্য আমি প্রভুর কাছে ধন্যবাদ জানাই।

আগামী ২০২৭ সালের আগস্ট মাসে সিউলে অনুষ্ঠিতব্য আমাদের আন্তর্জাতিক মিলনমেলার দিকে তাকিয়ে থেকেও, আমরা আগামী ২২শে নভেম্বর; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজা আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের মহাপর্বে আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীগুলোতে ৪১তম বিশ্ব যুব দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। এই আয়োজনগুলোর প্রস্তুতি হিসেবে আমি যীশুর এই বাণীটি তোমাদের হাতে তুলে দিতে চাই: "সাহস রাখো! আমিই জগৎকে জয় করেছি" (যোহন ১৬:৩৩)। আগামী মাসগুলোতে এই কথাগুলোই আমাদের মূল ভাবনা হিসেবে কাজ করবে, এবং আমি এখন তোমাদের আমন্ত্রণ জানাই আমার সাথে একাত্ম হয়ে এই বাণী নিয়ে গভীরভাবে ধ্যান করতে।

সাহস কোথা থেকে আসে?

খ্রিস্টের বাণী শুরু হয় সাহস সঞ্চয় করার একটি আহ্বানের মধ্য দিয়ে। আমি ভালো করেই জানি যে, মাঝে মাঝে সাহসের পরিবর্তে অনিশ্চয়তা বা ভয় আমাদের মাঝে প্রবল হয়ে উঠতে পারে, ঠিক যেমনটি প্রথম শিষ্যদের ক্ষেত্রেও হয়েছিল। তোমাদের অনেকেই হৃদয়ে এমন সব প্রশ্ন ও উদ্বেগ বয়ে বেড়াও যা তোমাদের ভারাক্রান্ত করে তোলে। হয়তো তোমরা ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, সফল হওয়ার এবং নিজেকে নিখুঁত হিসেবে উপস্থাপন করার চাপে আছো, অথবা অন্যদের সাথে কিংবা অবাস্তব ও কৃত্রিম আদর্শের সাথে নিজেদের ক্রমাগত তুলনা করার মানসিক চাপ অনুভব করছো। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সাজানো ছবির প্রভাবে, তোমরা সত্যিকার অর্থে কে, তা চিনতে ও গ্রহণ করতে তোমাদের কষ্ট হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, তোমরা খাঁটি স্নেহ ও ভালোবাসার জন্য আকুল হয়ে আছো, কারণ প্রযুক্তি কখনোই মানুষের প্রকৃত নৈকট্যের বিকল্প হতে পারে না; তা কেবল সহমর্মিতার অনুকরণ করতে পারে মাত্র। তোমাদের কেউ কেউ জানো একাকীত্ব, হতাশা কিংবা নিজেকে যথেষ্ট যোগ্য মনে না করার ভয়ের অভিজ্ঞতা কেমন।

এই কারণগুলোর জন্যই, হয়তো তোমরাও নিজেদের যীশুর সেই শিষ্যদের মতো অনুভব করেছো, যারা রাতের অন্ধকারে একটি ছোট নৌকায় করে হ্রদ পার হচ্ছিলেন। বাতাস প্রবল হয়ে ওঠে, ঢেউ ফুলে ফেঁপে ওঠে, আর তীর অন্ধকারে হারিয়ে যায়। ঠিক এমন পরিস্থিতিতেই আমরা সুসমাচারের সেই সাহস সঞ্চয় করার আহ্বান শুনতে পাই। যীশু তাঁর শিষ্যদের দিকে এগিয়ে আসেন এবং তাঁদের বলেন: "এই তো আমিই; ভয় করোও না" (যোহন ৬:২০)। আমি তোমাদের হৃদয়ে এই নিশ্চয়তাই গেঁথে দিতে চাই: তোমরা খ্রিস্টকে খুঁজতে শুরু করার আগেই, জীবনের অশান্ত

জলরাশির ওপর দিয়ে হেঁটে তিনি ইতিমধ্যেই তোমাদের খুঁজে চলেছেন। খ্রিস্টীয় সাহস মূলত আমাদের নিজস্ব শক্তি থেকে উৎপন্ন হয় না; তা আসে তাঁর উপস্থিতি থেকে।

খ্রিস্ট নিজেও নিশ্চয়ই ঝড়-ঝঞ্ঝামুক্ত জীবনযাপন করেননি, আর আমাদেরও তেমন জীবনের প্রতিশ্রুতি তিনি দেন না। তবুও কোনো অন্ধকার বা দুঃখ-কষ্টই তাঁর ভালোবাসার চেয়ে শক্তিশালী নয়। তিনি তোমাদের কখনোই পরিত্যাগ করবেন না। তিনি তোমাদের তাঁর সাথে বন্ধুত্বে আবদ্ধ হওয়ার আমন্ত্রণ জানান এবং তোমাদের নিজ নিজ জীবনযাত্রা ও তোমাদের মণ্ডলীসমূহের পথচলা তাঁর হাতে সমর্পণ করতে বলেন। অতএব, যীশু খ্রিস্ট, যিনি তোমাদের খুঁজে ফিরছেন, তাঁকে তোমাদের জীবনে প্রবেশ করতে দাও এবং ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে তোমরা যে পথে হাঁটছো, তা তাঁর হাতে সঁপে দাও। এভাবেই তোমরা অনুভব করবে যে তোমাদের হৃদয়ে এক নতুন ও চিরস্থায়ী সাহস বেড়ে উঠছে।

জগতের ওপর বিজয়

প্রভু যীশু, যিনি জলের ওপর দিয়ে হেঁটে তাঁর শিষ্যদের কাছে এসেছিলেন, তিনি এখন আমাদের বলছেন: "সাহস রাখো! আমিই জগৎকে জয় করিয়াছি" (যোহন ১৬:৩৩)। এই কথাগুলোকে তোমাদের প্রত্যেকের এবং তোমাদের সহযাত্রী ভাই-বোনদের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে দেওয়া একটি প্রতিশ্রুতি হিসেবে গ্রহণ করো। কেবল একটি উপদেশের চেয়েও বেশি, এই কথাগুলো হলো এক মহামূল্য দান। খ্রিস্ট বলেন না, "তোমরা জগৎকে জয় করবে।" তিনি বলেন, "আমিই জগৎকে জয় করেছি।" আমরা জানি যে, সুসমাচারের এই অংশে "জগৎ" বলতে ঈশ্বরের সৃষ্ট, তাঁর ভালোবাসার এবং পরিত্রাণের জন্য নির্ধারিত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বোঝানো হয়নি; বরং এর দ্বারা "অন্ধকারের জগৎ"-কে (দ্রষ্টব্য ইফিষীয় ৬:১২) বোঝানো হয়েছে; যা হলো সেই রহস্যময় বাস্তবতা, যা এমনকি মানুষের হৃদয়েও বিরাজমান এবং যা ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করে ও তাঁর বিরোধিতা করে। যীশু, এবং একমাত্র তিনিই, তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে এই অন্ধকারকে জয় করেছেন এবং মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের, সুখের, ন্যায়বিচারের এবং শান্তির পথ পুনরায় উন্মুক্ত করেছেন।

এভাবে আমরা সেই সাহসের অন্যান্য দিকগুলো বুঝতে পারি, যে সাহসের প্রতি যীশু তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছেন। এই সাহস তোমাদের নিজস্ব দৃঢ়সংকল্প বা চারিত্রিক শক্তি থেকে আসে না। তা আসে তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখা থেকে, যিনি তোমাদের অগ্রে গমন করেন; এই সাহসের জন্ম যীশু খ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাস থেকে। খ্রিস্ট কীভাবে জগৎকে ভালোবেসে জয় করেছেন তা নিয়ে যখন আমরা ধ্যান করি, তখন আমরা বুঝতে পারি যে খ্রিস্টীয় সাহস কোনো কিছু বা কারো বিরুদ্ধে সাহস নয়, বরং কোনো কিছুর জন্য সাহস: জীবনের জন্য, সত্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্য এবং ন্যায়বিচারের জন্য সাহস।

খ্রিস্ট আমাদের যে সাহস দান করেন, তা দিয়ে আমরা নতুন দৃষ্টিতে সেই জগতের দিকে তাকাতে পারি যাকে ঈশ্বর এত ভালোবেসেছেন (দ্রষ্টব্য যোহন ৩:১৬)। একটি "অন্ধকারের জগৎ"-কে "মুক্তিপাপ্ত জগতে" রূপান্তরিত করতে সাহায্য করার ক্ষেত্রে আমাদেরও একটি ভূমিকা রয়েছে, তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন। খ্রিস্ট তোমাদের এই জগৎ থেকে পালিয়ে যেতে ডাকেন না, বরং তাঁর চোখ দিয়ে জগৎকে দেখতে এবং তাঁর ভালোবাসা দিয়ে একে স্পর্শ করতে ডাকেন, যে ভালোবাসা সবকিছুকে সুস্থ ও নিরাময় করে। তোমাদের চারপাশের বাস্তবতাকে তোমাদের হৃদয় স্পর্শ করতে দাও! যীশু দূর থেকে জগৎকে ভালোবাসেননি। তিনি আমাদের মানবীয় অবস্থার মাঝে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করেছিলেন, এমনকি ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে অবনত করেছিলেন (দ্রষ্টব্য ফিলিপীয় ২:৭-৮)। তিনি আনন্দ ও

বন্ধুত্বের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, কিন্তু সেই সাথে কষ্ট, প্রত্যাখ্যান, একাকীত্ব এবং যন্ত্রণাকেও বরণ করে নিয়েছিলেন, তবুও কখনো নিজের হৃদয়কে রুদ্ধ করেননি।

তোমরাও এমন এক জগতে বাস করছো যা মঙ্গলময় হিসেবে সৃষ্ট হলেও আজ ক্ষতবিক্ষত; এমন এক জগৎ যা সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ, তবুও অবিচার, উত্তেজনা এবং ভয়ে চিহ্নিত। অনেকেই শান্তির জন্য আকুল, কিন্তু মুখোমুখি হয় সহিংসতার; অনেকেই সহভাগিতার জন্য ব্যাকুল, কিন্তু অভিজ্ঞতা লাভ করে একাকীত্বের। এই বৈপরীত্যের মাঝে, খ্রিস্টানরা তাঁর বিনম্র সাহসে খ্রিস্টকে অনুসরণ করার জন্য আহূত: যখন কঠোরতাকে সহজতর ও অধিক কার্যকর মনে হয়, তখন ভালোবাসা দেখানোর সাহস; যখন সংঘাতকে অধিক লাভজনক মনে হয়, তখন শান্তি অন্বেষণ করার সাহস; এবং যখন নৈরাশ্যবাদকে অধিক যুক্তিসঙ্গত মনে হয়, তখন আশাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার সাহস।

আত্মদানকারী ভালোবাসার বিজয়

যখন আমরা "বিজয়" শব্দটি শুনি, তখন কেউ কেউ ভাবতে পারেন এর অর্থ অন্যদের চেয়ে শক্তিশালী হওয়া, নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা অথবা ক্রমাগত নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করে যাওয়া। কিন্তু এগুলো হলো প্রচলিত মানসিকতার দ্বারা প্রচারিত বিজয় ঈশ্বরহীন এক জগতের বিজয়। যখন আমরা যীশুর দিকে তাকাই, তখন আমরা এক ভিন্ন ধরনের বিজয়ের সন্ধান পাই। সাধু পৌল আমাদের বলেন যে খ্রিস্ট, ঈশ্বরের স্বরূপে অধিষ্ঠিত থেকেও, নিজেকে শূন্য করলেন এবং দাসের রূপ ধারণ করলেন (দ্রষ্টব্য ফিলিপীয় ২:৬-৭)। ঈশ্বরের পুত্র নিজেকে অবনত করেন কারণ তাঁর ভালোবাসা নিঃস্বার্থভাবে প্রদত্ত: তাঁর প্রমাণ করার কিছুই নেই এবং নিজের জন্য অর্জন করারও কিছু নেই। নিজেকে অবনত করার মাধ্যমে তিনি তাঁর মর্যাদা হারান না; বরং তিনি তাঁর ঐশ্বরিক হৃদয়ের মহত্ত্ব ও গভীরতা প্রকাশ করেন, যা মৃতদের জীবন দান করতে সক্ষম। তাঁর বিজয় হলো সেই ভালোবাসার বিজয়, যা কোনো হিসাব না করেই নিজেকে বিলিয়ে দেয়।

প্রিয় যুবক-যুবতীবৃন্দ, প্রকৃত বিজয় অন্যদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করার চেষ্টার মধ্যে নিহিত নয়, বরং তাদের জন্য নিজেদের বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যেই নিহিত। যীশু খ্রিস্টের উন্মুক্ত করা পথ অনুসরণ করার মাধ্যমে তোমাদেরও নিজেদের চাপিয়ে দেওয়ার, ক্রমাগত নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করার, নিখুঁত সেজে থাকার কিংবা নিজেদের দুর্বলতা, সন্দেহ ও সীমাবদ্ধতা লুকিয়ে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর ও মানুষের সামনে তোমাদের প্রকৃত সত্তা নিয়ে দাঁড়ানোর সাহস রাখো। তোমরা নিজেদের জন্য যে ভাবমূর্তি তৈরি করতে পারো, তা থেকে তোমাদের মর্যাদা আসে না। তোমরা অমূল্য কারণ তোমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট, তাঁর দ্বারা পরিচিত এবং তাঁর দ্বারা ভালোবাসাপ্রাপ্ত। আমরা প্রকৃতপক্ষে কে তা আমরা তখনই আবিষ্কার করি, যখন আমরা উপলব্ধি করি যে আমাদের হৃদয় ঈশ্বরের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে: তাঁকে ভালোবাসার জন্য এবং তাঁরই মাঝে আমাদের ভাই ও বোনদের ভালোবাসার জন্য। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশে নিজেদের বিলিয়ে দেওয়ার, অন্যদের সুখ ও কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করার আকাঙ্ক্ষা নিহিত রয়েছে। এটিই সেই মুক্তি যা খ্রিস্ট তোমাদের দান করেন: কেবল নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকার গণ্ডি পেরিয়ে ভালোবাসার উদার সৃজনশীলতার প্রতি নিজেদের হৃদয় উন্মুক্ত করার মুক্তি।

নম্রতার সাহস

আমাদের প্রতি ভালোবাসার বশে খ্রিস্টের এই আত্ম-শূন্যকরণ ক্রুশেই শেষ হয়ে যায় না। পিতা পুত্রকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেন এবং সমস্ত সৃষ্টির ওপরে তাঁকে উন্নত করেন (দ্রষ্টব্য ফিলিপীয় ২:৯-১১)। লক্ষ্য করো যে পুনরুত্থান কোনো আত্ম-মহিমান্বিত করার কাজ নয়; এটি পিতা এবং তাঁর পবিত্র আত্মার এক দান। এখানে আমরা

সাহসের আরেকটি দিক আবিষ্কার করি: গ্রহণ করার সাহস। আমরা একে নম্রতার সাহস বলতে পারি। যীশুর বন্ধু হওয়ার অর্থ হলো এই দিকেও ক্রমান্বয়ে তাঁরই মতো হয়ে ওঠা।

এক ধরনের চিন্তাভাবনা আমাদের বলে যে আমাদের সবকিছু নিজেদের চেষ্টায় করতে হবে, নিজেদের উন্নত করার জন্য এবং একটি শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনের জন্য ক্রমাগত পরিশ্রম করতে হবে। অথচ এটি শেষ পর্যন্ত আমাদের এই বিশ্বাসে পরিচালিত করতে পারে যে আমরাই আমাদের নিজেদের পরিত্রাতা। সুসমাচার আমাদের বিকাশের আরেকটি পথ দেখায়: নিজেদের পরিত্রাণ করা নয়, বরং যীশু খ্রিস্টের দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করতে দেওয়া। এর জন্য প্রয়োজন অন্যদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করার সাহস, নিজেদের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করা, একটু থামা, শোনা এবং আমাদের জীবন ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করা।

প্রিয় যুব ভাইবোনেরা, খ্রিস্টের কাছে তোমাদের হৃদয় উন্মুক্ত করলে তোমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলবে না। বরং, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তোমরা কে তা আরও গভীরভাবে আবিষ্কার করবে এবং তিনি তোমাদের যেভাবে দেখেন, সেভাবেই নিজেদের চিনতে পারবে। অতএব, তোমাদের হৃদয়ের গভীরের দিকে ফিরে তাকাও। তোমরা পথ হারাবে না, কারণ সেখানেই ঈশ্বর তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁর পরিত্রাণদায়ক অনুগ্রহের প্রতি নিজেদের উন্মুক্ত করো। তাঁর ভালোবাসা পবিত্র আত্মাকে তোমাদের জীবন গঠন করতে দাও, এবং যীশুকে তোমাদের অন্তরে বাস করতে ও তোমাদের সিদ্ধান্তগুলো পরিচালিত করতে দাও। যখন এটি ঘটে, তখন দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ পরিস্থিতিতেও সবকিছু নতুন হয়ে ওঠে: তোমাদের বন্ধুদের প্রতি বিশ্বস্ততায়, যারা তোমাদের চেয়ে ভিন্নভাবে চিন্তা করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধায়, যারা নিঃসঙ্গ তাদের প্রতি মনোযোগে, সবচেয়ে অসহায় মানুষদের সান্নিধ্যে, এমনকি ডিজিটাল জগতে তোমরা যেভাবে আচরণ করো তাতেও। ভালোবাসার দ্বারা সবকিছু রূপান্তরিত হয়। অনেকেই ভালোবাসাকে এক ধরনের দুর্বলতা মনে করে, কিন্তু খ্রিস্ট আমাদের দেখান যে এটিই মুক্তি ও শক্তির উৎস।

পুনরুত্থিত খ্রিস্ট তাঁর শান্তি নিয়ে তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন

পুনরুত্থানের সন্ধ্যায়, যখন পুনরুত্থান পর্বের (ইস্টার) আলো ইতিমধ্যেই জগতে প্রবেশ করেছিল, তখনও শিষ্যরা ভয়ে ভীত হয়ে ওপরতলার একটি ঘরে দরজা বন্ধ করে একত্রিত ছিলেন। বিশ্বাস তাৎক্ষণিকভাবে অন্ধকার দূর করে না, কিন্তু তা আমাদের অন্ধকারের মাঝে একাও ফেলে রাখে না। বিজয়ী যীশু শিষ্যদের ভয় কাটিয়ে ওঠার বা দরজা খোলার জন্য অপেক্ষা করেন না। তিনি তাঁদের মাঝে এসে দাঁড়ান, এবং তাঁর প্রথম কথাগুলো হলো: "তোমাদের শান্তি হউক" (যোহন ২০:১৯)। তাঁরা তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলেন। একজন তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, এবং আরেকজন তাঁকে অস্বীকার করেছিলেন। তবুও তিনি তাঁদের নিজের শান্তি দান করেন।

হয়তো তোমাদের নিজেদের হৃদয়ে, এবং তোমরা যে সমাজ ও মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত, সেখানে এমন কিছু দরজা রয়েছে যা হতাশা, ক্ষত, ক্ষোভ বা অপরাধবোধের কারণে বন্ধ হয়ে আছে। খ্রিস্ট তোমাদের তাঁর শান্তি দান করতে এবং একে অপরের সাথে তোমাদের মিলন ঘটাতে আসেন। খ্রিস্টীয় সাহস উৎসারিত হয় পুনরুত্থিত প্রভুর উপস্থিতি থেকে, যিনি ক্ষমা করেন এবং আমাদের প্রেরণ করেন। তাঁর শান্তির দান আমাদের এমন এক সাহসে পূর্ণ করে যা এই জগৎ দিতে পারে না এমন এক সাহস, যার মাধ্যমে আমাদের ক্ষত থাকা সত্ত্বেও ভয় আর শেষ কথা বলতে পারে না।

খ্রিস্টের জন্য তোমাদের হৃদয় উন্মুক্ত করো

আমরা যখন সিউলে সমবেত হবো, তখন তোমরা এক বিশেষ উপায়ে সার্বজনীন মণ্ডলীর সৌন্দর্য এবং কোরিয়ার মণ্ডলীর উদার আতিথেয়তার অভিজ্ঞতা লাভ করবে। বিভিন্ন জাতি, ভাষা এবং সংস্কৃতির যুবক-যুবতীরা খ্রিস্টে

একতাবদ্ধ হয়ে একত্রিত হবে। খ্রিস্টযাগের (ইউকারিস্ট), ক্রুশের পথের, ধর্মশিক্ষার, উপাসনামূলক অনুষ্ঠানগুলোর এবং সেই দিনগুলোর অসংখ্য সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে তোমরা নতুন করে অনুভব করবে কীভাবে সুসমাচার প্রতিটি সীমানা অতিক্রম করে এবং প্রতিটি মানুষের সাথে কথা বলে। সেই দিনগুলো যেন যীশু খ্রিস্টের সাথে এক প্রকৃত সাক্ষাৎ হয়ে ওঠে, তাঁর হাতে তোমাদের জীবন সমর্পণ করার এক সুযোগ হয়ে ওঠে। এই উদ্দেশ্যেই বিশ্ব যুব দিবস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমাদের তীর্থযাত্রা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। সিউলে যাত্রার ব্যবহারিক আয়োজনের মধ্যেই তোমাদের প্রস্তুতি সীমাবদ্ধ রেখো না: তোমাদের হৃদয় প্রস্তুত করো!

খ্রিস্টের কাছে নিয়ে এসো তোমাদের প্রশ্ন ও তোমাদের ক্ষতগুলো, কিন্তু সেই সাথে সেই ক্ষতগুলোও নিয়ে এসো যা তোমাদের সমাজকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে এবং তোমাদের দেশগুলোকে একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। তাঁর কাছে নিয়ে এসো এই আর্তনাদরত ও যন্ত্রণাকাতর সৃষ্টিকে পৃথিবীর কান্না এবং দরিদ্রদের কান্না, যা পোপ ফ্রান্সিস আমাদের শুনতে শিখিয়েছেন। যীশুর সাথে তোমাদের আনন্দ ও আশাগুলো ভাগ করে নাও। এই চেতনাতেই আমি সাধু দ্বিতীয় জন পলের সেই কথাগুলোকে নিজের করে নিচ্ছি, যে কথাগুলো দিয়ে তিনি তাঁর পোপীয় দায়িত্বকাল শুরু করেছিলেন: "ভয় পেয়ো না! খ্রিস্টের জন্য দরজাগুলো প্রশস্তভাবে খুলে দাও!" তাঁর কাছে নিজেদের উন্মুক্ত করার আগে তোমরা নিখুঁত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো না। তোমরা যেমন আছো, তিনি ঠিক তেমন অবস্থাতেই তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। খ্রিস্টের জন্য তোমাদের জীবন উন্মুক্ত করো। খ্রিস্টের জন্য তোমাদের মণ্ডলী ও সমাজকে উন্মুক্ত করো। তোমাদের সাথে যাদের সাক্ষাৎ হবে, সেই মানুষদের হৃদয়ে পৌঁছানোর পথগুলো উন্মুক্ত করো। পুনরুত্থিত প্রভু, যিনি বন্ধ দরজা ভেদ করে প্রবেশ করেছিলেন, তিনি আজও আমাদের মাঝে আসছেন। অতএব, খ্রিস্ট তোমাদের যে জীবনের প্রতি আহ্বান জানান, তার চেয়ে কম কোনো জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট থেকো না। তাঁর ভালোবাসার দ্বারা একতাবদ্ধ ও রূপান্তরিত হওয়ার সুযোগ দাও।

প্রিয় যুবক-যুবতীবৃন্দ, আমি সিউলে তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। কিন্তু মনে রেখো: সেখানে আমরা যে প্রভুর সাক্ষাৎ পাবো, তিনি ইতিমধ্যেই তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসছেন। তাঁর প্রতিশ্রুতিকে স্বাগত জানাও: "সাহস রাখো! আমিই জগৎকে জয় করেছি" (যোহন ১৬:৩৩) এবং তোমাদের সমগ্র পথচলায় এই বাণীকে সঙ্গী করে নাও।

আমি তোমাদের প্রত্যেককে মণ্ডলীর জননী, ধন্য কুমারী মারীয়ার মাতৃসুলভ মধ্যস্থতায় সমর্পণ করছি। তিনি নিজে যেমনটি করেছিলেন, তেমনই তিনি যেন তোমাদেরও শিক্ষা দেন কীভাবে খ্রিস্টের জন্য হৃদয় উন্মুক্ত করতে হয়, তাঁর বাক্যে বিশ্বাস রাখতে হয় এবং আনন্দের সাথে তাঁর শান্তি গ্রহণ করতে হয়, যাতে তোমরা তা সকলের সাথে ভাগ করে নিতে পারো।

ভ্যাটিকান থেকে, ২২শে অক্টোবর ২০২৬, সাধু দ্বিতীয় জন পলের স্মরণোৎসব।

পোপ চতুর্দশ লিও (LEO PP. XIV)

ভাবানুবাদ: ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু, সিএসসি,

নির্বাহী সচিব ও জাতীয় যুব সমন্বয়কারী,

এপিসকপাল যুব কমিশন, সিবিসিবি, ঢাকা।